হেলমান্দে সামরিক অভিযান সত্ত্বেও তালিবানের সঙ্গে আলোচনা সম্ভব : মুলেন

আফগানিস্তানে দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর সেনা কর্মকর্তাসহ ৩ সৈন্য নিহত

ইনকিলাব ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানের দক্ষিণাঞ্চলে তালিবানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযানের দ্বিতীয় দিনে ১ মেরিন সৈন্যকে হারিয়েছে। মার্কিন বাহিনী বলেছে, তাদের একজন সৈন্য নিখোঁজ হয়েছে এবং তালিবান বাহিনীই তাকে বন্দী করেছে। লড়াইয়ে বহু মার্কিন সৈন্য যখম হয়েছে। এ অভিযানে ৪ হাজার মেরিন সৈন্য লড়াই করছে। ন্যাটোর যুদ্ধ বিমানগুলো তাদের সহায়তা দিচ্ছে এবং ৬৫০ জন আফগান সৈন্য একই সঙ্গে লড়ছে। এদিকে ৭০০ ব্রিটিশ সৈন্যও এ অভিযানে যোগদান করেছে। তারা পৃথকভাবে তালিবানের বিরুদ্ধে লড়ছে। গতকাল ফার্স্ট কমান্ডিং অফিসারসহ ব্রিটিশ বাহিনীর দু'জন সৈন্য নিহত হয়েছে।

এদিকে তালিবান কমান্ড অঙ্গীকার ব্যক্ত করে বলেছে, হেলমান্দে অবস্থানরত তাদের হাজার হাজার যোদ্ধা ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর যে কোন হামলা প্রতিহত করবে। আগামী মাসে অনুষ্ঠেয় আফগান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রাক্কালে হেলমান্দকে তালিবান নিয়ন্ত্রণমুক্ত করতে এই অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সামরিক বিমান যোগে হাজার হাজার মেরিন সৈন্যকে হেলমান্দের বিভিন্ন অবস্থানে নামানো হয়। আফগান অধিনায়করা বলেন, অভিযানের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মার্কিন মেরিন সৈন্যরা দক্ষিণাঞ্চলের খানিশিন জেলা দখল করে তাদের পতাকা উড্ডয়ন করে। সেখানে তারা কোন প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়নি। তালিবানের বিরুদ্ধে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনার পরেও যুক্তরাষ্ট্রের জয়েন্ট চীফ্স অব স্টাফের চেয়ারম্যান এডমিরাল মাইক মুলেন বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র তালিবানের সঙ্গে বৈঠকের সম্ভাবনা নাকচ করে দেয়নি। তিনি আরো বলেন, আমি মনে করি কিছু কিছু বিষয়ে তালিবান রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অংশে পরিণত হবে। বারাক ওবামা মার্কিন প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর এই প্রথম মার্কিন বাহিনী আফগানিস্তানে বড় ধরনের অভিযান পরিচালনা করছে। এই অভিযানের লক্ষ্য হচ্ছে হেলমান্দ প্রদেশ থেকে তালিবানকে সমূলে উৎখাত করা। পেন্টাগনের কর্মকর্তারা বলেছেন, ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর মার্কিন মেরিন সৈন্যরা এই প্রথম ব্যাপক আকারে যে অভিযান শুরু করেছে তার লক্ষ্য শুধুমাত্র শত্রুদের ব্যাপকভাবে হত্যা করা নয়, বরং তাদের অঞ্চল দখল করা এবং সেখানে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।

মার্কিন বাহিনীর মুখপাত্র ক্যাপ্টেন জ্যাকারি মার্টিন বলেন, আমরা তালিবান অধিকৃত অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাতেও যাব যেখানে আমাদের উপস্থিতি তাদের কল্পনাতেও ছিলনা। যেখানে তারা আমাদের আগমনের আশা করেনি, সেখানেও আমরা যাব। প্রথম বারের মত একজন মার্কিন সৈন্য আফগানিস্তানে তালিবানের কাছে বন্দী হয়েছে। মার্কিন বাহিনীর ক্যাপ্টেন এলিজাবেথ ম্যাথিয়াস বলেন, আমরা নিখোঁজ সৈন্যটিকে খুঁজে বের করার লক্ষ্যে সব সম্পদ কাজে লাগিয়েছি। ওই সৈনিক যাতে নিরাপদে ফিরে আসতে পারে তার সব রকম ব্যবস্থাই আমরা গ্রহণ করেছি। মেরিন সৈন্যরা হেলমান্দের খানিশিন জেলা দখলের পরে স্থানীয় প্রশাসনকে জানায়, তারা ওই এলাকা ছেড়ে যাবে না। এর আগে মার্কিন বাহিনী কোন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তালিবান যোদ্ধাদের ধ্বংস করার পরে ওই এলাকা ছেড়ে চলে যেত। এর ফলে তালিবান পুনরায় ওই এলাকা দখল করতো। এবারই প্রথম মার্কিন বাহিনী সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোন এলাকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের পরে তারা সে এলাকায় ঘাঁটি গেড়ে থাকবে। খানিশিন জেলাটি পাকিস্তান সীমান্ত সংলগ্ন এবং এখানে তালিবান যোদ্ধারা অবাধে বিচরণ করে। তারা সেখানে পৃথক প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থা চালু করেছে। মার্কিন বাহিনীর মুখপাত্র ফার্স্ট লে: কুর্ট স্ট্যাবল বলেন, শত্রু বাহিনীর গুলীতে এই প্রথম একজন মেরিন সৈন্য নিহত হয়েছে। গারমশার এবং নাওয়া এলাকায় হেলিকপ্টার যোগে মেরিন সৈন্যদের পাঠানো হচ্ছে। মরুভূমির যে সব এলাকায়

তালিবানের উপর আঘাত হানা হবে সে সব এলাকাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। ৭০০ জনের বেশী ব্রিটিশ সৈন্য মার্কিন বাহিনীর সঙ্গে এই অভিযানে যোগদান করেছে। ব্রিটিশ লাইট ড্রাগন্স এবং সেকেন্ড মার্সিয়ান এই লড়াইয়ে অংশ নিচ্ছে। দু' সপ্তাহ আগে হেলমান্দে অপারেশন প্যান্থার্স ক্লো শুরু হয়। এরই তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে বর্তমান অভিযান। মার্কিন ও আফগান বাহিনী পৃথক পৃথকভাবে তালিবানের বিরুদ্ধে লড়ছে। ব্রিটিশ বাহিনীও পৃথকভাবে লড়ছে। তবে তাদের সবার মধ্যেই নিবিড়ভাবে যোগাযোগ ও সমন্বয় রয়েছে। ব্রিটিশ বাহিনী ২ সপ্তাহ আগে থেকেই প্যান্থার ক্লো অভিযান শুরু করে। লস্করগাহের উত্তরে বাবাজি অঞ্চলে ন্যাটো বিমান বাহিনী তাদের সহায়তা দিচ্ছে। ওই এলাকায় ব্ল্যাক ওয়াচ থেকে ৩৫০ জনের বেশী ব্রিটিশ সৈন্যকে নামানো হয়েছে। ১২টি চিনুক হেলিকপ্টার এ কাজে সহায়তা করে। অভিযানে অংশগ্রহণকারী দু'জন ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয়েছে। হেলমান্দে এক বিস্ফোরণে ব্রিটিশ বাহিনীর লেঃ কর্নেল রূপার্ট থর্নিলু এবং সেকেন্ড রয়াল ট্যাংক রেজিমেন্টের ট্রুপার জোশুয়া হ্যামন্ড। ফকল্যান্ড যুদ্ধের পরে আর কোথাও লেঃ কর্নেল রূপার্টের মত এত উচ্চ পর্যায়ের ব্রিটিশ সেনা কর্মকর্তা নিহত হননি। বিবিসি'র আয়ান প্যানেল হেলমান্দে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে রয়েছেন। তিনি জানান, বর্তমানে বড় ধরনের স্থল যুদ্ধ চলছে। গোলন্দাজ বাহিনী ও বিমান বাহিনী ব্রিটিশ স্থল বাহিনীকে সহায়তা দিচ্ছে। ২০০৬ সাল থেকে হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈন্য হেলমান্দে তালিবানের বিরুদ্ধে লড়ে যাচ্ছে। এ পর্যন্ত তাদের ১৭১ জন নিহত হয়েছে। আর কয়েক শ' সৈন্য জখম হয়েছে। মার্কিন বাহিনী হেলমান্দে যে অভিযান চালাচ্ছে তার সাংকেতিক নাম হচ্ছে 'খঞ্জর'। সূত্র: এএফপি, বিবিসি অন লাইন।

সুকির মুক্তির দাবী নিয়ে ইয়াংগুনে বান কি মুন

ইনকিলাব ডেস্ক ঃ জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন গতকাল শুক্রবার মায়ানমারের রাজধানী ইয়াংগুনে পৌঁছেছেন। তার এই সফরের উদ্দেশ্য হলো, মায়ানমারের সামরিক সরকারের বন্দী সে দেশের গণতান্ত্রিক নেত্রী অং সান সুকির মুক্তি। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, মি.বান মায়ানমারের সামরিক সরকারের নেতৃবৃন্দের দীর্ঘদিনের গৃহবন্দী সুকি ও তার অনুগামীদের বন্দীদশার অবসান চান। তবে সামরিক সরকারের মুখপাত্র পূর্বেই জানিয়েছেন, মায়ানমারের সিনিয়র সামরিক শাসক থান শুয়ে মহাসচিব বান কি মুনের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবেন, আলোচনা শেষে তারা সুকিকে মুক্তি দেবেন এমন নিশ্চয়তা নেই। জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি মুন মায়ানমার গেছেন দুই দিনের সফরে। ইতোমধ্যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা লো সুকির যেমন মুক্তি দাবী করে আসছে তেমনই তারা আশঙ্কা করছেন, সুকিকে যদি সামরিক সরকার দ্রুত মুক্তি না দেয় তা হলে তাকে রুদ্ধ কক্ষে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। বিবিসি অনলাইন।

জাতিসংঘ মহাসচিব সাংবাদিকদের জানায়, আমি যে মিশনে মায়ানমার চলেছি তা খুব কঠিন। তিনি আরও বলেছেন, আমি মায়ানমারের প্রতিষ্ঠিত সব রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কথা বলবো। অং সান সুকির সঙ্গেও কথা বলতে চাই এবং শেষে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের প্রধান জেনারেল থান শুয়ের সঙ্গেও সুকির মুক্তির বিষয়ে সরাসারি কথা বলবো। ইতোমধ্যে জাতিসংঘ মহাসচিবের সফর সমদ্ধে নানা ধরনের চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছে। কারণ, মায়ানমার সরকারের ইতিবাচক সিদ্ধান্ত বড়ই বিরল ঘটনা। ঠিক এই দিকটির প্রতি আলোকপাত করে জাতিসংঘ মহাসচিব জানিয়েছেন, আমি যে মায়ানমারে পৌঁছাবো এবং সুকির সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবো এই বিষয়ে মায়ানমারের জান্তা সরকারকে জাতিসংঘের বিশেষ দূত ইব্রাহিম গামারি আগেই জানিয়েছেন। বান কি মুন আরও জানান, আমি যখন মায়ানমারের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মিলিত হবো তখন সুকির মুক্তির ব্যাপারে আন্তর্জাতিক বিশ্বের মতও মায়ানমার সরকারকে জানিয়ে দেবো।

ভারতীয় লোকসভা সদস্যদের বসার আসন এখনও ঠিক করা যায়নি

কোলকাতা সংবাদদাতা ঃ ভারতীয় লোকসভার সংসদ সদস্যরা কে কোথায় বসবেন, তা ঠিক হয়নি এখনও। পঞ্চদশ লোকসভার প্রথম অধিবেশনের মতোই আগামী ২ জুলাই থেকে শুরু হতে যাওয়া বাজেট অধিবেশনেও

সংসদ সদস্যদের নির্ধারিত আসন পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ফলে যেখানে ইচ্ছে তাদের বসতে হবে এবং কাজ চালিয়ে নিতে হবে।

লোকসভার সচিবালয় সূত্রে পাওয়া খবর থেকে জানা গেছে, রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের সদস্যরা কে কোথায় বসবেন তা জানার জন্য নোটিশ পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তার কোন জবাব সংসদের সচিবালয়ে এসে পৌঁছায়নি। পরিমাণ মত এবারও নবনির্বাচিত সদস্যদের আসন বণ্টন করা সম্ভব হচ্ছে না। প্রত্যেক লোকসভাতেই প্রধানমন্ত্রী লোকসভার নেতা, বিরোধী পক্ষের নেতাসহ সমস্ত নবনির্বাচিত সদস্যের বসার আসন বণ্টন করার নিয়ম আছে, একবার কোন সদস্যের আসন নির্ধারিত হওয়ার পর তাকে সেই আসনেই বরাবর বসতে হয়। এতে লোকসভার কাজ পরিচালনার ও সাংবাদিকদের সাংসদ পরিচিতির ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হয়।

লোকসভা সূত্রে জানা গেছে, লোকসভার নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের আসন এখনও বণ্টন করার কাজ শেষ করা সম্ভব হয়নি। সে কারণে তারা তাদের নবনির্ধারিত আসন আগামী বাজেট অধিবেশনে থাকছে না। এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার নেতা, সাবেক প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা এবং বিভিন্ন দল নেতাদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলো ছেড়ে বাকি সমস্ত সদস্য তাদের সুবিধা মতো যে যেখানে ইচ্ছেমতো বসতে পারবেন।

উঃ কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্র উত্তেজনা সৃষ্টির পাঁয়তারা : ওয়াশিংটন

এএফপি ঃ উত্তর কোরিয়ার শেষ স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষায় যুক্তরাষ্ট্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছে, গত বৃহস্পতিবার উত্তর কোরিয়া যে স্বল্প পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছে তা শুধু দক্ষিণ কোরিয়াকে ভয় দেখাতে। বিশেষত কোরিয়ান উপদ্বীপে উত্তেজনা বৃদ্ধিই তাদের লক্ষ্য ছিলো। উত্তর কোরিয়া এই ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষার মাধ্যমে সারা বিশ্বে উত্তেজনা ছড়াতে চায় না।

যুক্তরাষ্ট্র আরও জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া যখন দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা চালায়, তখন তাদের উদ্দেশ্য ছিলো যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, উত্তর কোরিয়ায় উত্তেজনা ছড়িয়ে দেয়া, সারা বিশ্বে উত্তেজনা ছড়ানো তাদের উদ্দেশ্য ছিলো না। সংবাদ সূত্রে প্রকাশ, উত্তর কোরিয়াকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্র দেশগুলোর নানা ধরনের ভয় ও সন্দেহ কাটিয়ে উঠার আগেই গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আবার দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা করেছে উত্তর কোরিয়া।

এই পরীক্ষা চালানো হয় উত্তর কোরিয়ার পূর্বাঞ্চলীয় সমুদ্র উপকূল থেকে। সংবাদ সূত্রে বলা হয়েছে, ৪ ঘণ্টার মধ্যে মোট ৪টি ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়।

গত বৃহস্পতিবারের উত্তর কোরীয় ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ সম্বন্ধে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, আস্ট্রেলিয়া জানিয়েছে, এটা নিতান্তই পরীক্ষামূলক কার্যক্রম। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়া এই মতের বিরোধী। দক্ষিণ কোরিয়া জানিয়েছে, এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ হলো উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতি যে হামলা চালাতে পারে এটা তারই আলামত। এই ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপকে দক্ষিণ কোরিয়া তাদের সার্বভৌমত্বের ওপর হুমকিস্বরূপ ধরে নিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া জানিয়েছে, উত্তর কোরিয়া আমাদের ওপর আকাশ পথে কিংবা সমুদ্র পথে হামলা চালাতে পারে। তবে আমরাও প্রস্তুত আছি। আমাদের সামরিক বাহিনীও সীমান্ত প্রহরায় এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় প্রস্তুত আছে।

উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে বিরোধের সূত্রপাত রাজনৈতিক বিভাজনের কারণে। উত্তর কোরিয়া সমাজতান্ত্রিক দেশ বলে সাম্রাজ্যবাদী যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু রাষ্ট্র দক্ষিণ কোরিয়াকে বরাবরই অপছন্দ করে তাকে। উত্তর কোরিয়া দক্ষিণ কোরিয়ার মাধ্যমে মার্কিন হামলার ভয়ে ভীত থাকে। এক পর্যায়ে উত্তর কোরিয়া তার সামরিক শক্তিকে বৃদ্ধি করতে চায়। যার ফলশ্রুতিতে উত্তর কোরিয়া পরমাণু বোমা তৈরীর পরিকল্পনা করে। এক সময়ে তারা সফলও হয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কোনও ভাবেই উত্তর কোরিয়ার হাতে পরমাণু বোমা থাকুক তা চায় না।

ডক্টরেট পাচ্ছেন শাহরুখ খান

পিটিআই ঃ এবার থেকে তিনি পরিচিত হবেন ডঃ শাহরুখ খান হিসাবেই। এই নয়া পরিচয়ের সুযোগ পেয়ে স্বভাবতই খুশি বলিউডের অন্যতম সুপারস্টার শাহরুখ। শিল্পকলার জগতে অসামান্য অবদানের জন্য ব্রিটেনের নামী বিশ্ববিদ্যালয় বেডফোর্ডশায়ার ইউনিভার্সিটি তাকে ১০ জুলাই সম্মানিত ডক্টরেট উপাধি প্রদান করবে। বিশ্ববিদ্যালয়টি তাকে বলিউডের রাজা বলে ভূষিত করেছে।

শাহরুখ একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বেডফোর্ডশায়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সিদ্ধান্তে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। অনুষ্ঠানে সশরীরে উপস্থিত হয়ে আমি এই সম্মান গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চাই। একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তার নাম ওই উপাধির জন্য মনোনীত করে। অনুরাধা মাহিন্দ্রা, জুহি চাওলা এবং মহেশ ভাটের মতো বক্তিত্বরা ওই সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক। জনপ্রিয়তার শিখরে উঠেও শাহরুখ নিজের সত্তা বজায় রেখেছেন। তার ব্যবহার, আচরণে কোন পরিবর্তন হয়নি। বঞ্চিত, অনুন্নত মানুষের জন্য এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পর সর্বদাই তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। সবদিক খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা টিনা ভাচানি।

অস্কার বিজয়ী অভিনেতা কার্ল মালডেনের পরলোকগমন

এএফপি ঃ অস্কার বিজয়ী অভিনেতা কার্ল মালডেন পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। একাডেমি অব মোশন পিকচারস আর্টস এন্ড সাইন্সেস (এএমপিএএস) মালডেনের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করে। মালডেন ১৯৮৯ সাল থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এএমপিএএস-এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। একাডেমির এক বিবৃতিতে বলা হয়, এ অভিনেতা তার বাড়িতে পরলোকগমন করেন। এ সময় তার পরিবারের সদস্যরা সেখানে ছিলেন। মৃত্যুর কারণ প্রকাশ করা হয়নি। তিনি ১৯১২ সালে শিকাগোতে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা ছিলেন সার্বিয়ার নাগরিক ও মাতা চেক প্রজাতন্ত্রের। মালডেন তিন ভাইয়ের মধ্যে বড় ছিলেন এবং ইন্ডিয়ানার গ্যারিতে বড় হন। তিনি স্কুলে বিভিন্ন নাটক ও স্থানীয় গীর্জায় তার পিতার উদ্যোগে আয়োজিত প্রোডাকশনে নিয়মিত অংশ নেয়ার পর থেকে অভিনয়ের প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়। শিকাগোর গুডম্যান থিয়েটারে স্কলারশিপ পাওয়ার আগে মালডেন ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত তিন বছর স্টিল মিলে কাজ করেন।

মালয়েশিয়ায় অভিবাসীদের বেত মেরে শাস্তি দেয়া বন্ধ করার আহ্বান

এএফপি ঃ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি অভিবাসীদের বেত মারা বন্ধ করতে মালয়েশিয়ার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, সাম্প্রতিক বছরগুলোতে হাজার হাজার অভিবাসী অমানুষিক এবং অমর্যাদাকর এ শাস্তি ভোগ করেছে। অ্যামনেস্টি মালয়েশিয়ান পার্লামেন্টে প্রদত্ত গত সপ্তাহের একটি বিবৃতির উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে, ২০০২ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষসমূহ অন্তত ৩৪ হাজার ৯শ' ২৩ অভিবাসীকে বেত মেরেছে। এদের ৬০ শতাংশ প্রতিবেশী ইন্দোনেশিয়ার নাগরিক। লন্ডনভিত্তিক গ্রুপটি এক বিবৃতিতে বলেছে, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল এসব নিষ্ঠুর শাস্তি বন্ধ করতে মালয়েশিয়ার সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, কাউকে বেত দিয়ে পেটানো খুবই নিষ্ঠুর, অমানুষিক এবং অমর্যাদাকর। মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ। এখানে ইন্দোনেশিয়া ছাড়াও বাংলাদেশ, ভারত, মায়ানমার, নেপাল, ফিলিপাইন ও থাইল্যান্ডের অভিবাসীরা বেত্রাঘাতের শিকার হয়েছে। ২০০২ সাল থেকে মালয়েশিয়ার অভিবাসন আইনে বেত্রাঘাতের দণ্ড বিধান করা হয়েছে। আইন অনুযায়ী, মালয়েশিয়ায় অবৈধভাবে বসবাসের জন্য ছয়বার বেত্রাঘাত, জরিমানা ও পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়া হতে পারে। এছাড়া ধর্ষণ ও মাদক পাচারের মতো মারাত্মক অপরাধের দায়ে শাস্তি হিসেবে বেত্রাঘাত করা হয়।

হন্ডুরাসে আগাম নির্বাচনের ব্যাপারে অন্তর্বর্তী নেতার কোন আপত্তি নেই

এএফপি : প্রেসিডেন্ট রবার্টো ম্যানুয়েল জেলায়া ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দায়িত্ব গ্রহণকারী রবার্টো মিশেলেটি বলেছেন, দেশের রাজনৈতিক সঙ্কটের সমাধানে সাহায্য করতে নভেম্বরে নির্ধারিত নির্বাচন এগিয়ে আনার ব্যাপারে তার কোন আপত্তি নেই। আগের অবস্থান থেকে কিছুটা নমনীয় হয়ে মিশেলেটি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিষয়টি আইনানুগ, তাই কোন সমস্যা নেই। এটি এই ধরনের সমস্যার সমাধানের উপায় হলে আমার কোন আপত্তি নেই। মিশেলেটি বলেন, রাজনৈতিক সমাধান হলে এবং হন্ডুরাসবাসী সকলের জন্য যখনই ভাল বিবেচিত হবে তখন নির্বাচন এগিয়ে আনতে আমার কোন আপত্তি নেই।' বিক্ষোভ জোরদার, আন্তর্জাতিক সহায়তা স্থগিত এবং হন্ডুরাসে নিয়োজিত রাষ্ট্রদূতদের ডেকে পাঠানোর ফলে কূটনীতিকরা পরামর্শ দিয়েছেন যে, আগাম নির্বাচন চলতি সঙ্কটের একটি সম্ভাব্য উপায় হতে পারে।

দোহা আলোচনায় ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মতভেদ দূর করতে হবে

পিটিআই ঃ একজন আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বিশেষজ্ঞ বলেছেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রকে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়া এড়াতে দোহা বাণিজ্য আলোচনার অধীনে কৃষি ও শিল্প খাতের শুল্ক ইস্যুগুলোতে তাদের মতপার্থক্যের সমাধান করতে হবে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান এমডিএন ট্রেড এলএলসিতে নিয়োজিত অধ্যক্ষ মার্ক নগুয়েন বলেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রকে প্রথমে দ্বিপাক্ষিকভাবে তাদের কিছু মতপার্থক্যের সমাধান করতে হবে এবং একটি মীমাংসায় পৌঁছতে হবে যাতে পরে আলোচনা ভেঙ্গে না যায়। নগুয়েন বলেন, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের মতপার্থক্যের সমাধান না করে তাহলে আলোচনায় অগ্রগতি বিঘ্নিত হতে পারে এবং আমরা যেখানে ছিলাম সেখানে আবার ফিরে যেতে পারি। কাতারের রাজধানীতে ২০০১ সালে দোহা রাউন্ড বাণিজ্য আলোচনার সূচনা করা হয়েছিল। জেনেভায় ডাব্লিউটিও সদরদফতরে গত জুলাই মাসের আলোচনা মূলত বিশেষ সুরক্ষা ইস্যুতে ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মতপার্থক্যের কারণে ভেঙ্গে পড়ে। আমদানী জোরদারের লক্ষ্য নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের সুরক্ষা দিতে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে কৃষি খামারের শুল্ক বৃদ্ধির একটি উপায় নিয়ে তাদের মধ্যে এ মতবিরোধ দেখা দেয়। উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো দোহা আলোচনা পুনরায় শুরু করতে এবং এবছরই একটি মীমাংসায় পৌঁছতে চাইছে। নগুয়েন বলেন, খুব সম্ভবত ২০১০ সালে পুনরায় আলোচনা শুরু হতে পারে।

গত জুলাই মাসে আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার পর নয়াদিল্লী এবং ওয়াশিংটনে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। আলোচনা এগিয়ে নেয়া নিশ্চিত করতে 'রাজনৈতিক সদিচ্ছা' জরুরি। তিনি বলেন, বাণিজ্য আলোচনার জন্য রাজনৈতিক সদিচ্ছা একটি বাস্তব সমস্যা। যুক্তরাষ্ট্রে বাণিজ্য উদ্যোগের বাধা হচ্ছে কংগ্রেস এবং ভারতে কৃষি ক্ষেত্রে বিশেষ সুরক্ষার বিষয়টি আপোষযোগ্য নয়।

যুক্তরাষ্ট্রে এখন বেকারত্বের হার ২৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ

মার্কিন অর্থনীতি অবশ্যই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবে : ওবামা

ইনকিলাব ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, তার দেশের অর্থনীতির পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ব্যাপারে তিনি নিশ্চিত। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র রবার্ট গিব্স বলেছেন, ওবামার উদ্দীপক প্যাকেজের কারণে মার্কিন অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব পড়েছে এবং তা পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা কাজে লাগছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এদিকে নতুন নতুন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে বেকারত্বের হার গত ২৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ অর্থাৎ ৯.৫ ভাগে রয়েছে। এসব পরিসংখ্যান দেখলে দ্রুত পূর্বাবস্থায় ফিরে আসার আশা তিরোহিত হতে পারে। সর্বশেষ বেকারত্বের যে পরিসংখ্যান প্রকাশিত হয়েছে

তা থেকে দেখা যায়, গত মাসে ৪,৬৭,০০০ লোক বেকার হয়েছে। ওবামা এ প্রসঙ্গে বলেন, কর্মচ্যুতির বিষয়টি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ১৯৩০ দশকের মহামন্দার পর বর্তমানে যে মন্দার সৃষ্টি হয়েছে তা কমে আসছে। ওবামা আরো বলেন, যে মুহূর্তে আমি প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেছি তখনই আমি বলেছি যে অর্থনীতির এই বিশৃংখল অবস্থা সৃষ্টি হতে কয়েক বছর সময় লেগেছে এবং এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমাদের কয়েক মাস সময় লাগবে। ওবামা আমেরিকার সবচেয়ে সৃজনশীল জ্বালানি কোম্পানীসমূহের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দের একটি গ্রুপের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ওই সব কথা বলেন। তাদের সঙ্গে তিনি এমন একটি খাতের বিষয়ে আলোচনা করেন যেটি তার দেশকে কয়েক দশকের মধ্যে ভয়াবহ মন্দা থেকে উদ্ধারে অবদান রাখতে পারবে। ওবামা বলেন, আমি এ বিষয়ে পুরাপুরিভাবেই আস্থাশীল যে আমরা দেশের অর্থনীতিকে পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে পারবো। তিনি বলেন, আমাদের জাতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হলে তার মোকাবিলা করতে পারে সেটা আমরা আরো একবার প্রমাণ করতে সক্ষম হবো। ওবামা আরো বলেন, আমরা শুধুমাত্র যে কম সময়ের মধ্যে উদ্ধার পেতে যাচ্ছি তা-ই নয়, বরং আমরা দীর্ঘ মেয়াদে সমৃদ্ধিও অর্জন করতে যাচ্ছি। তিনি বলেন, বিকল্প জ্বালানি সম্বলিত নতুন অর্থনৈতিক ভিতের উপরেই ভবিষ্যত প্রবৃদ্ধিকে গড়ে তুলতে হবে। এ প্রসঙ্গে তিনি ঐতিহাসিক জলবায়ু পরিবর্তন আইন পাসের বিষয়টি উল্লেখ করেন। গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিষদে ওই আইন অনুমোদিত হয়। কিন্তু সিনেটে ওই বিলটি নিয়ে তুমুল বাক-বিতণ্ডা হয়। বিকল্প জ্বালানির উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রণোদনাও বিতর্কের বিষয় ছিল। ওবামা ওই বিলটিকে তার প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ নীতি বিষয়ক লক্ষ্য হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন, অধিকৃত সমৃদ্ধ ভবিষ্যত গড়ার জন্য প্রণীত ওই বিলটি প্রতিনিধি সভায় পাসের পরে সেটি সিনেটে পাসের অপেক্ষায় রয়েছে। ওবামা বলেন, আমাদের তাত্ত্বিক আলোচনা এবং রাজনীতি বাদ দিতে হবে। আর যখন আমরা পুরাতন তাত্ত্বিক আলোচনা বাদ দেব সে সময় আমাদের বাছাইয়ের বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে। শ্রম মন্ত্রণালয়ের রিপোর্টকে অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে সর্বোত্তম সূচক হিসেবে দেখা হয়। এই রিপোর্টে চাকরিচ্যুতি খাতে উন্নয়নের বিষয়টিকে নাকচ করা হয়েছে। গত মাসে চাকরিচ্যুতির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। সর্বশেষ সংশোধিত রিপোর্টে দেখা যায়, ৩,২২,০০০ লোক গতমাসে বেকার হয়েছে। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর থেকে মন্দা শুরু হয় ।এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রের মত বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতির দেশে ধস নামতে থাকে। এসময় থেকে ৬৫ লাখ লোক চাকরি হারায় এবং বেকারত্বের হার ৪.৬ পার্সেন্টেজ পয়েন্টে বৃদ্ধি পায়। ওবামা বলেন, অর্থনীতি স্থিতিশীল হওয়ার পূর্বে বেকারত্ব ১০ ভাগেরও বেশী বৃদ্ধি পেতে পারে। গত জানুয়ারীতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পরপরেই ওবামা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য ৭৮ হাজার ৭০০ কোটি ডলারের একটি উদ্দীপক প্যাকেজ গ্রহণ করেন এবং ব্যাংকিং, মর্টগেজ এবং অর্থনৈতিক নিয়ম-শৃংখলা বিষয়ে তিনি আমূল সংস্কার সাধনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। ওবামার উদ্দীপক প্যাকেজের দ্বারা অর্থনীতি ক্ষেত্রে কোন সুফল ফলছে না বলে যে সব কথা বলা হচ্ছে হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র রবার্ট গিব্স তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা ফিরে আসতে শুরু করেছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে পুনরুদ্ধার পরিকল্পনা কাজে লাগছে। হোয়াইট হাউসের সিনিয়র কর্মকর্তারা যুক্তি প্রদর্শন করে বলেন, উদ্দীপক পরিকল্পনায় যদি কর্মসংস্থানের বিষয়টি না থাকতো তবে বেকারত্বের চিত্র আরো ভয়াবহ হতে পারতো। কাজেই ওবামার গৃহীত উদ্যোগে অর্থনীতিতে ইতিবাচক ফলাফল দেখা যাচ্ছে। মার্কিন অর্থনীতি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে শুরু করেছে। সূত্র : এএফপি।

সন্তানদের অভিভাবকত্বের লড়াই নিয়ে দ্বিধায় পড়েছেন জ্যাকসনের সাবেক স্ত্রী

ইনকিলাব ডেস্ক ঃ প্রয়াত পপ সম্রাট মাইকেল জ্যাকসনের সাবেক স্ত্রী ডেবি রোই তার ২ সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে লড়বেন কিনা তা নিয়ে তিনি এখন অনিশ্চয়তার রয়েছেন। তার আইনজীবী একথা বলেন।

সংবাদপত্রের সংবাদ প্রকাশের পর তার আইনজীবী পূর্বের সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করেন। এক বিবৃতিতে বলেন, ডেবি রোই তার ২ সন্তানের অভিভাবকত্ব নিয়ে প্রয়াত পপ তারকার সাথে লড়ে সবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন।

এনবিসি টিভি সাক্ষাৎকারে ডেবি রোই বলেছেন, আমি আমার সন্তানদের চাই। জ্যাকসন ৫০ বছর বয়সে গত বৃহস্পতিবার হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যান। তার মা ক্যামেরিন তার সন্তানদের অস্থায়ী অভিভাবক নিযুক্ত হয়েছেন। ১০ মিনিটের এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে ডেবি রোই বলেন, তিনি সন্তানদের প্রকৃত মাতৃত্ব প্রমাণের জন্য ডিএনএ পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

তিনি প্রিন্স মাইকেল ১২ ও প্যারিস মাইকেল ক্যাথেরিন ১১-এর মা।

তৃতীয় সন্তান প্রিন্স মাইকেল দ্বিতীয় ৭ এক ভারাটে মায়ের সন্তান। ডেবি রোই বলেন, তিনি জ্যাকসনের পিতা জোই থেকে দূরে থাকার একটি সংযমী আদেশ প্রত্যাশা করছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি, পদক্ষেপ নিয়েছি এবং পদক্ষেপ আরো বৃদ্ধি করবো। ডেবি রোই ২০০২ সালে লিখিত জ্যাকসনের দলিল ত্যাগ করেন যা এ সপ্তাহে জনসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছে। দলিলে উল্লেখ করা হয়, আমি আমার সাবেক স্ত্রী দেবোরাহ জীন রোই জ্যাকসনের ভরণ পোষণ উদ্দেশ্যমূলকভাবে উপেক্ষা করি।

ডেবি রোই জ্যাকসনের সাথে তার তালাকের বর্ণনায় তার মাতৃত্বের অধিকার প্রত্যাহার করেন। তবে পরে এক আপীল আদালতে সিদ্ধান্ত রদ করেন।

শিশুদের সাথে জ্যাকসনের অবৈধ আচরণের বিতর্কিত অভিযোগের প্রতিবাদে ২০০৩ সালে জ্যাকসনের মুক্তিপ্রাপ্ত ফুটেজে ডেবি রোই হাজির ছিলেন। এতে ডেবি রোই তার পরিবারকে ঐতিহ্যহীন বর্ণনা করে বলেন, তার সন্তানদের তিনি জ্যাকসনকে উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার বাচ্চারা আমাকে মাম ডাকে না, কারণ আমি তাদের চাই না। এগুলো মাইকেলের সন্তান। বিবিসি নিউজ।

নভেম্বরে আইএইএ'র প্রধানের দায়িত্ব নিচ্ছেন জাপানী কূটনীতিক

ইনকিলাব ডেস্ক ঃ জাপান তার রাষ্ট্রদূতকে জাতিসংঘ পারমাণবিক পর্যবেক্ষকদের প্রধান নিয়োগ করাকে স্বাগত জানিয়েছে। ইউকিয়া আমানো মোহাম্মদ আলবারাদীর স্থলাভিষিক্ত হবেন। তিনি নভেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার মহাপরিচালকের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। আল বারাদী ১২ বছর এ পদে ছিলেন। জাপানের চীফ কেবিনেট সেক্রেটারী তাকিও কাওয়ামুরা সাংবাদিকদের সাথে শুক্রবার বলেন, জাপান একমাত্র জাতি যারা পারমাণবিক হামলায় ভুগেছে। তিনি বলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ যে, একমাত্র পারমাণবিক বোমায় আক্রান্ত দেশ থেকে সংস্থা এ ব্যক্তিকে বেছে নিয়েছে। আমি আশা করি কঠোর পরিশ্রম করে সংস্থার অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি অর্জনে তিনি পরিপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে হিরোশিমা নগরীর মেয়র অভিনন্দনবার্তা প্রেরণকারীদের একজন। ১৯৪৫ সালে এ নগরীতে প্রথম পারমাণবিক হামলা চালানো হয়। বৃহস্পতিবার ভিয়েনায় তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবদুল সামাদ মিনতিকে আইএইএ'র বোর্ড মেম্বারদের ভোটে সামান্য ব্যবধানে পরাজিত করে বিজয়ী আমানো নিয়োগ লাভ করেন। যখন বহু শিল্পসমৃদ্ধ দেশ জাপানকে সমর্থন করে তখন অন্যান্য দেশ বিশ্বব্যাপী অস্ত্রবিস্তার রোধে হুমকি বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে তার সক্ষমতা ও ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচীর প্রতি সমর্থনের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে। অনেক দেশ বোর্ড সমর্থনপুষ্ট একজন আইএইএ নেতা চেয়েছিল। রাশিয়া অগ্রহণেযোগ্য অপর বোর্ড মেম্বারের কথা বলেছিল। আমানো সামান্য ভোট বেশী পেয়ে জয়লাভ করেন। পারমাণবিক শক্তি কর্মসূচী বিস্তার ও অস্ত্র তৈরীতে ব্যবহৃত ইউরেনিয়াম ও প্লুটোনিয়াম সরবরাহের কারণে নিজে কখনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরী করবে না জাপানের প্রতিজ্ঞার প্রতি সন্দেহ রয়েছে। উত্তর কোরিয়ার সাম্প্রতিক পারমাণবিক পরীক্ষা বৃদ্ধিতে জাপান ব্যাপক হুমকি অনুভব করছে। তাই সে তার নিজের পারমাণবিক অস্ত্রের উন্নতি ঘটাতে পারে। আমানো একটা

বিশেষ দুঃসময়ে পারমাণবিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব নিচ্ছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া পরমাণু অস্ত্র হ্রাস আলোচনায় ঐকমত্য আশা করছে

এএফপি ঃ যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া আগামী ৫ ডিসেম্বর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই কৌশলগত অস্ত্র হ্রাস চুক্তি-পরবর্তী আরেকটি চুক্তির ব্যাপারে একমত হতে চাচ্ছে। ১৯৯১ সালে স্বাক্ষরিত স্টার্ট চুক্তি অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া তাদের অনেক পরমাণু অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করেছে। শর্ত অনুযায়ী উভয়পক্ষ মোতায়েনকৃত বোমার সংখ্যা ৬ হাজারে এবং বহনকারী যানের সংখ্যা ১ হাজার ৬শ'তে সীমিত করেছে। এদিকে পোল্যান্ড ও চেক প্রজাতন্ত্রে একটি বৈশ্বিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যূহ তৈরীর যন্ত্রপাতি স্থাপনের মার্কিন পরিকল্পনায় মস্কো ক্ষোভ প্রকাশ করেছে এবং এই মতবিরোধে স্টার্ট চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

রাশিয়া বলেছে, যুক্তরাষ্ট্র ক্ষেপণাস্ত্র সংক্রান্ত তাদের উদ্বেগ নিরসন করলেই কেবল তারা বোমার সংখ্যা হ্রাস করবে। তারা আরো বলেছে যে, নতুন চুক্তিতে অবশ্যই কৌশলগত অস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র মোকাবেলা ব্যবস্থার মধ্যে সম্পর্ক সুস্পষ্ট করতে হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তার রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট দিমিত্রি মেদভেদেভ মস্কো চুক্তি হিসেবে পরিচিত ২০০২ সালে স্বাক্ষরিত স্ট্রাটেজিক অফেনসিভ রিডাকশনস ট্রিয়েটি (সর্ট) অনুযায়ী নির্ধারিত সংখ্যারও নিচে অস্ত্রের সংখ্যা নামিয়ে আনতে সম্মত হয়েছেন। সর্ট চুক্তিতে উভয় দেশে মোতায়েনকৃত বোমার সংখ্যা ২০১২ সালের মধ্যে ১৭০০ থেকে ২২০০টিতে কমিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়।

আসামে আবার বোড়ো উগ্রবাদীদের হাতে হিন্দীভাষী খুন

কলকাতা থেকে কালীপদ দাস ঃ আসামে নিষিদ্ধ সংগঠন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট অফ বোড়োল্যান্ড উগ্রবাদীরা গত মঙ্গলবার অন্তত চার হিন্দীভাষীকে গুলী করে হত্যা করে। এ সময় আহত হয়েছেন আরো অন্তত তিনজন। পুলিশ সূত্রের খবর, আসামের সোনিপুত জেলার রাঁগপাড়াস্থিত নাহরানী চা বাগানের কাছে গত মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এনডিএফবি'র জনাকয়েক উগ্রবাদী একে-৪৭ রাইফেল থেকে একদল লোকের ওপর হঠাৎ গুলী চালাতে শুরু করে। এতে ঘটনাস্থলে চারজনের মৃত্যু হয়। জানা গেছে, উগ্রবাদীদের হাতে নিহত চারজনের মধ্যে আছেন দু'জন মহিলা, একজন পুরুষ ও ওই পরিবারেরই একটি ছেলে।